হয় ঈশ্বরী
নয় বেশ্যা

©

বারোমাসি প্রকাশনী

হয় ঈশ্বরী
নয় বেশ্যা

ওয়াকিলা তাবাসসুম মুমু

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

হয় ঈশ্বরী নয় বেশ্যা **HOY ISHSHORI NOY BESSHA**

ওয়াকিলা তাবাসসুম মুমু **OWAKILA TABASSUM MUMU**

গ্রন্থস্বত্ব@কবি **Copyright@Mumu**

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪৩১ , ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শাবান, ১৪৪৬

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ : বারোমাসি

মুদ্রাক্ষরিক : কবি

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা

বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র **: US $ 4**

ISBN: ~~978-984-99551-7-7~~

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi

www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মংলায় অবস্থিত ‘বানিশান্তা’ যৌনপল্লীর
৯৭ জন ঈশ্বরীকে; আমার মায়েদের।

বইয়ের নীল কালির পূর্বকথা

জীবন যে কেবল প্রচারপুস্তিকাই নয়, নারীর শরীর যে কেবল শুধু একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নয়, জীবনের সার্থক অর্থ যে কেবল উচ্চবিলাসিতাই নয়, নয় শুধু স্বার্থহীণ দেশপ্রেম- সেই ধারনাটুকুন সহজেই পাওয়া যায় মানুষের চোখের ভাষা পড়তে গেলে।

জন্ম আমার গেরস্তবাড়িতে ঠিকই কিন্তু ঐ যে থাকেনা কিছু ব্যাপার একটু বিপ্রতীক? তেমন আমার মন খানিক বৈরাগী, পথভ্রষ্ট দুষ্টু আত্মা- উড়ুউড়ু করে, কুউ-কুউউ ডাকে, ছুঁইছুঁই করে জল, তবু পায়না সন্ধ্যাফুলের তল।

বোধ করি সেই সন্ধ্যাফুলের রহস্য খোঁজার ভাগ্য ধরে আমার একবার পা পরেছিলো মংলার পশুর নদীর মাঝে বানিশান্তা যৌনপল্লীতে প্রফেশনাল এক কাজ করতে গিয়ে। গেরস্ত ঘরের মেয়েরা বুঝি লালপাড়ায় যায়? যারা আমার মতো জীবনের মানে হাতড়াতে বেড়িয়ে পরে তীর্থে, তারা বেশ্যালয়ে দেবীদের দেখাও পায়, যেমনটা আমি পেয়েছিলাম।

লঞ্চ হতে নামার সময় আমার হাত ধরে সামলে নিয়েছিলো আমায় ‘মা’ সম্বোধন করে এক ঈশ্বরী যাদের সমাজ বেশ্যা ডাকে, পত্রিকায় বলে যৌনসেবক। মা আমার হাত ধরে পাড়ে নামাচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু আমার অবাক ভয়-ভয় উর্ধশ্বাস

সূচিপত্র

জাহান্নাম ১১
মৃত প্রজাপতি ১২
স্পর্শ ১৩
বেশ্যা ১৪
দ্বিধা ১৫
পার্থক্য ১৬
বাড়তে থাকা ব্যথা ১৭
দুটো নারকেলের শিশি ১৮
নাবালক চোখ ১৯
দূরত্ব ২০
বিশ্বাসঘাতক ২১
অথচ ২২
উতরে যাবার কালে ২৪
মৃত্যু ২৫
সোঁদা গন্ধ ২৭
কবিতা ২৯
৩১ যেখানে সমুদ্র প্রায় ছয়শো ফিট গভীর
৩৩ মৃত্যুর পাহারা
৩৪ ঈশ্বরী
৩৫ Eros অথবা Aghape
৩৬ পা ডুবেছে সবুজ জোছনায়
৩৭ বেনামী ফুল
৩৮ ফিরবে কি ফিরবে না
৪০ একটা গোপন সাপ
৪২ তিন পট চালের ঠোঙা
৪৪ পরিণতি
৪৫ পাপ
৪৬ দুঃখের কবিতা ছয়টি
৪৮ ঊরুসন্ধির মগডালে বসা চড়ুইপাখি
৫০ কামে ভেজা চোখ

জাহান্নাম

মৃত্যুর আগেও তো মৃত্যু হয়।
আমার প্রথম মৃত্যুশোকে জায়নামাজের পাশের কিছু শুকনো
মাটি রোদে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।
আমার মৃত্যুর অনেক বছর পর যেদিন তুমি আমায় হঠাৎই
ভালোবেসে ফেলবে,
আচমকা—
সেদিন তোমার অশ্রুতে সেই ছারখার হয়ে যাওয়া মাটি ফেঁটে
একটা গোলাপবৃক্ষ জন্মাবে।

মৃত প্রজাপতি

জীবনের অর্ধেক পার করে মনে হয়, যা কিছু ছিলো ভুল—
তাই বুঝি সব ঠিক।

নরখাদকের উল্লাসের মতো আমার শরীর কিন্তু
মনের মধ্যে শুকনো একটা মালতী ফুল,
সাহচর্য চায় সে কাঁচা সোনার মত ঝলমলে সকালে আর
সন্ন্যাস চায় আদিম সন্ধ্যায়...

বেশ্যা

লোকে বলে, তুই সস্তা—
তুই নোংরা।
ঈশ্বরী পেতে হলে, পোহাতে হয় তপ্ত রোদ,
পাড়ি দিতে হয় দুধেল সমুদ্র অথচ বিষে ভরা।
আর তুই?
তুই বেশ্যা—

পার্থক্য

ভিড়ভাট্টা লোকালয়ের ঠিক মধ্য হতে হারিয়ে যাবো একদিন।
তুমি জানবে না।
কিংবা, বুঝবে না।
কারণ—
তোমার রক্তপিপাসু মন সব শুষে নিয়ে গেছে গত পূর্ণিমা রাতে।
তোমার ফাঁপা মস্তিষ্কে এখন কিছু

বাড়তে থাকা ব্যথা

আমার চোখের ঘুমন্ত রাতে জেগে থাকে একটা হলদেটে সাদা
প্যাঁচার ক্লান্তিহীন চেয়ে থাকা,
কালচে সবুজের মাঝে এক্কা দোক্কা খেলে জীবনবাবুর
জোনাকিপোকা
এবং
অচেনা কোনো পাখির ফুড়ুৎ

দুটো নারকেলের শিশি

একটা শীতলপাটি।
দুটো নারকেল তেলের খালি শিশি।
না চাইতেই ঠোঁট চেপে ধরা সম অনুভূতির হাসি।
উঠোন জুড়ে ইতিউতি করছে কিছু সোনালী মূড়গি, একটি
কুকুর, দুটো হাঁস।
আধো আলো ও ধোঁয়া-ধোঁয়া

যেখানে সমুদ্র প্রায় ছয়শো ফিট গভীর

যেখানে সমুদ্র প্রায় ছয়শো ফিট গভীর
সেখানে কারো স্বপ্নে দেখা অবাস্তব ময়ূরকণ্ঠী মাছ চক্রাকারে
ঘুরছে হৃৎকেন্দ্র বরাবর।
যেখানে সমুদ্র প্রায় ছয়শো ফিট গভীর
সেখানে অন্ধকার, কালো নেকড়ের মতোন ভয়ংকর।
যেখানে সমুদ্র প্রায় ছয়শো ফিট গভীর
সেখানে ঘাপটি মেরে আছে কারো ছেলেবেলার শ্যাওলা পড়া
বিকেল
একটা পঞ্চরত্ন মঠ
তিন ভাগ করা পেয়ারা
জ্যোতি হারিয়ে ফেলা
একটা বুড়ো অন্ধ গাছ

অভিশাপ

কিছু সময় থাকে যখন কিচ্ছু ভালো লাগে না।
ভাতঘুম অসাড় লাগে, প্রিয় আচার লাগে বিষাদ। কথা বলতে ভালো লাগে না, লাগে না কলরব।
চোখ মুখ দিয়ে তিতে উঠে ধূর ছাই হয়ে যায় সমস্ত তবু ঠোঁটে বিরক্তি না প্রকাশের প্রচণ্ড আত্মসংযম।
পরীক্ষা, সংসার সবকিছু মনে হয় অনীহার শেষের আগের নলার ভাতটা,

এডামস অ্যাপেল

এটা সেই পথ!
যে পথে আমি বিষম খেয়ে পড়ে যাই, ফের উঠে দাঁড়াই
যেনো আমি এক পথ হারানো টিকটিকি ধারালো শলাকার
কোপে দ্বিখণ্ডিত।
আমার পকেটভর্তি বিষণ্ন কবিতারা
চ্যাপ্টা হয়ে লেপ্টে থাকে।
তারা মুক্তি চায়!